এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত নির্বাচনী ইস্তাহার ২০১৪

(বিশেষ অংশ)

ভূমিকা

আজ গনতন্ত্র পরিসংখ্যান ও চাহিদার সুযোগ নেওয়ার বিরল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে দেশ। এটাকে যদি আমরা সুসংহত করতে পারি তবে প্রাপ্য উচ্চতায় পৌঁছবে ভারত। গত ৬০ বচর ধরে যারা দেশ শাষন করেছে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির দায় তাদের। এখানেই আমরা প্রথম বিকল্পের হদিশ দেব।রাজনাতিতে বিজেপির লক্ষ্য হল " এক ভারত - সেরা ভারত। রাস্তা হল সবাইকে নিয়ে সবার বিকাশ।" এটাই দেশের মানুষের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি।

এই লক্ষ্য নিয়ে আর নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে ষষ্ঠদশ লোকসভা ভোটের ময়দানে পা রেখেছি আমরা। ভারতের মানুষকে স্থায়ী মজবুত দুরদৃষ্টিসমপন্ন ও উন্নত সরকার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি আমরা।

এটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সুযোগ

দেশ গড়ো

উন্নত পরিকাঠামো সমপন্ন ১০০ টা নতুন শহর তৈরি

১০০ টা পিছিয়ে থাকা জেলার উন্নয়ন ঘটিয়ে অন্যদের সঙ্গে সমমানের করা।

প্রত্যেকের জন্য বিদ্যুৎ জল শৌচালয়ের সুযোগ সমৃদ্ধ বাসগৃহ নিশ্চিত করা।

নতুন ভাবনা রার্বান এর সার্থক রূপায়ণ। যেখানে গ্রামের মাটির গন্ধ অবিকৃত রেখেই নাগরিক স্বাচ্ছন্দের প্রসারণ ঘটানো হবে।

দায়িত্বশীল ন্যাশানাল এনার্জি পলিসি তৈরি করে গৃহস্থালি ও শিল্পাঞ্চলের গ্যাসের চাহিদা মেটানো।

গ্রামে গ্রামে ন্যাশানাল অপটিক ফাইবার নেটওয়ার্ক তৈরি ও ওয়াই ফাই জোন তৈরি।

উচ্চগতির বুলেট ট্রেনের জন্য ডায়মন্ড কোয়াড্রি ল্যাটারাল প্রকল্প রূপায়ন।

আরও কিছু নতুন রেল প্রকল্প যেমন কৃষি, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের জন্য রেলপ্রকল্প রূপায়ন।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সব পরিবারকে মাথার উপর ছাদ দিতে স্বল্প মূল্যের আবাসন তৈরীর ভাবনা।

মূল্যবৃদ্ধি রুখতে

কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ ও বিশেষ আদালত গঠন।

দামের ভারসাম্য ফান্ড গঠন।

খাদ্য সংরক্ষণ ও বন্টনের ক্ষেত্রে এফসিআই এর কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করা।

জাতীয় কৃষি বাজার তৈরী।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই

এমন একটা সিস্টেম তৈরী যা দুর্নীতির সুযোগ দূরীভূত করবে।

প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ই-গভর্নেন্স নাগরিক ও সরকারের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবে।

প্রশাসন কে আরও স্বচ্ছ করতে সিস্টেমভিত্তিক ও নীতিভিত্তিক সরকার গঠন।

নাগরিকদের বিশ্বাস অর্জনে সমস্ত স্তরে সরকারি কাজকর্মের পদ্ধতির সরলীকরণ।

কর্মসংস্থান

শ্রমিক নির্ভর ক্ষেত্র যেমন বস্ত্রশিল্প, পরিকাঠামো , আবাসন, ও পর্যটনের মত ক্ষেত্রের উন্নয়ন।

কৃষিভিত্তিক ও সহযোগী শিল্পগুলির মত চিরাচরিত ক্ষেত্রগুলিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিকে কেরিয়ার সেন্টারে পরিণত করা।

মহিলারাই জাতির জনক

সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্ট ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ।

শিশুকন্যাদের বাঁচাতে ও তাদের সুশিক্ষিত করতে কন্যসন্তান বাঁচাও-কন্যাসন্তান পড়াও শীর্ষক জাতীয় আন্দোলনের সূচনা।

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য পৃথক আইটিআই স্থাপন, অন্যান্য আইটিআইগুলিতে মহিলা শাখা খোলার উদ্যোগ।

অ্যাসিড আক্রমণের শিকার মেয়েদের জন্য আলাদা ফান্ড তৈরী করা। যেখান থেকে এইরকম মেয়েদের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে কসমেটিক সার্জারির ব্যবস্থা করা।

থানাগুলিকে মহিলাদের ভরসার জায়গা করে তোলা ও পুলিসের বিভিন্ন দফতরে আরও

বেশিসংখ্যক মহিলার নিয়োগ।

এসসি এসটি ওবিসি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

সেতুবন্ধনের প্রতিশ্রুতি , সামাজিক ন্যায় , ও সামাজিক সমপ্রীতি প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

সমাজের সর্বস্তর থেকে অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে এসসি এসটি ও ওবিসিদের বিশেষ গুরূত্ব প্রদান।

এসসি এসটি ও ওবিসিদের জন্য বরাদদ অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আবাসন , শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা।

আবাসন, স্বাস্থ্য , পানীয় জল , রাস্তা , ইত্যাদির উন্নতি ঘটিয়ে আদিবাসীদের শিক্ষার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করা।

আদিবাসীদের জমির অধিকার নিশ্চিত করা।

সংখ্যালঘুদের সম সুযোগ

সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে জাতীয় মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত চিরাচরিত কারিগরদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ন পরিবেশ তৈরী।

নয়া মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ

শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি , ভাতা প্রদান , চিকিৎসা বিমা ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা , মধ্যআয়ের মানুষদের জন্য আবাসন ও কার্যকরী সরকারি পরিবহন গড়ার উদ্যোগ।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী শাখার পুনর্জীবন , এনআইএর কার্যকলাপকে আরও শক্তিশালী করা এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার।

আরও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে গোয়েন্দা দফতরকে ঢেলে সাজানো।

বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা

অতিরিক্ত করছাড় ও আমানতে অতিরিক্ত সুদের হার প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবীন নাগরিকদের আর্থিক স্থিতি প্রদান।

জাতীয় স্বার্থে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

বিশেষ সক্ষম

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত বিল লাগু।

সারা দেশে প্রতিবন্ধী মানুষদের বিশেষ চাহিদাগুলি বুঝতে ওয়েব ভিত্তিক প্রতিবন্ধী রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু।

যুবরাই ভারত গড়বে

জাতীয় যুব উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন।এবং উন্নয়নের কাজে যুবরা শীর্ষক প্রকল্প রূপায়ন।

স্বনির্ভরতা ও তরুণদের ভাবনা চিন্তায় উৎসাহ দিতে দেশব্যাপী জেলাস্তরে প্রকল্প রূপায়ন।

খেলাধুলো নিয়ে যুবকদের আগ্রহ বাড়াতে ন্যাশানাল স্পোর্টস ট্যলেন্ট সার্চ সিস্টেমের সূচনা।

স্বাস্থ্য পরিসেবা-- আরও সুযোগ সৃষ্টি , মানোন্নয়ন , ব্যয় কমানো

সামর্থ্যের মধ্যে সমস্ত ভারতীয় জন্য চিকিৎসার সুযোগ সুনিশ্চিত করাষ

নতুন স্বাস্থ্যনীতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশন।

স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে মোবাইল পরিসেবা আরও বাড়ানো ও ন্যাশানাল ই-হেল্থ অথরিটি চালু করা।

প্রত্যেক রাজ্যে এইমস এর মত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

২০১৯ এ গান্ধীজী র ১৫০ তম জন্মদিনের আগে তাঁর স্বপ্নের "সাচ ভারত" নিশ্চিত করা।

কর কাঠামো সরলীকরণ

বিরূপ প্রভাব নেই এরকম বাস্তবসম্মত ও সরল কর কাঠামো তৈরী

কৃষি-- উৎপাদনশীল , বিজ্ঞানসম্মত করা

কৃষকদের উৎপাদনব্যয়ের উপর ৫০ শতাংশ লাভ নিশ্চিত করা।

আঞ্চলিক কৃষি চ্যানেল, এপিএমসি আইনের সংস্কার, ফার্মের বিমা নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় জমি ব্যবহার নীতি গ্রহণ।

শিল্প-- আধুনিক , প্রতিযোগিতামূলক , ও সহায়ক

ভারতে ব্যবসার পরিবেশ আছে এরকম একটা ভাবমূর্তি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা।

শক্তির যোগান নিশ্চিতের মত লজিস্টিক পরিকাঠামো তৈরি।

এফডিআই ছাড়া মাল্টি ব্রান্ড রিটেল সেক্টর।

এমএসএমই র পুনর্জীবন।

গ্রামীন এলাকার জন্য

সমস্ত গ্রামে সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

সমস্ত ক্ষেতে চাষের জল পৌঁছানো নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সিঞ্চয়ী যোজনা চালু।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য পরিচয় পত্র চালু , তাদের ব্যঙ্ক, পেনশন, ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা।

তাঁতি ও কারিগর

তাঁতি, কাঠমিস্ত্রি কুমোর জুতো তৈরির কারিগর নাপিত ইত্যাদি সমস্ত পেশার মানুষদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের জন্য ব্যবসার সুযোগ তৈরিতে আরও প্রকল্প গ্রহণ।

এক্স সার্ভিসম্যান

অবসরপ্রাপ্তদের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য কমিশন গঠন।

হিমালয়

ন্যাশানাল মিশন অন হিমালয় গঠন করে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এই সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ।

হিমালয়ান সাসটেইনবিলিটি ফান্ড গঠন।

হিমালয়ান টেকনোলজিতে মনোনিবেস করবে এরকম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ

প্রত্নতাত্তিক বা সাংস্কৃতিক গুরুত্বসমপন্ন তাছাড়াও হিমালয় মরুভূমি সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ৫০ টা পর্যটন কেন্দ্র তৈরী।

জাতীয় মাল্টি স্কিল মিশন গঠন।

জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্ব ।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা

সংবিধানের পরিসীমার মধ্যেই অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরী।

সেতু সমুদ্রম প্রকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গবাদি পশু ও তাদের সন্তান সন্ততিদের রক্ষা

ঐতিহ্য ও সামপ্রদায়িক সমপ্রীতি রক্ষা করে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি তৈরি।

প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অধীন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশাসনিক সংস্কার।

কার্যকরী লোকপাল গঠন।

ই গ্রাম ও বিশ্বগ্রাম প্রকল্প চালু।

আদালত ও বিচারকের সংখ্যা দ্বিগুন করা ও আরও বেশি ফার্স্ট ট্রাক কোর্ট তৈরি।

সরকারের দর্শন ---ভারত প্রথম

সরকারের ধর্মগ্রন্থ --- ভারতের সংবিধান

সরকারের শক্তি ----- জনগণের শক্তি

সরকারের প্রার্থনা ----- মানুষের ভাল করা

সরকারের একমাত্র রাস্তা ------ সবার সঙ্গে সবার বিকাশ

আমাদের প্রতিজ্ঞা

মুক্ত, স্বচ্ছ নীতিনিষ্ঠ সরকার দক্ষ মানুষের পাশে থাকা সুশাসন

এক ভারত -- শ্রেষ্ঠ ভারত

বিজেপি আনো এবার

দেশ বাঁচাও মোদী সরকার